গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অথবা জাতীয় সড়ক ২

ছন্দা দে

বন জঙ্গল ও নদীর মতই অপরিহার্য আর একটি নাম 'গ্রাণ্ডট্রাঙ্গ রোড'। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে যার অবস্থান। শিল্পাঞ্চলের প্রধান সড়কপথ হল 'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড'। বর্তমানে যার নাম জাতীয় সড়ক নং—২। উন্নতমানের যোগাযোগ ও পরিহবণ ব্যবস্থায় বর্তমানে এই পথ অদ্বিতীয়। শুধু আজ বলে নয় বহুকাল থেকেই এই পথ কলকাতা বন্ধরের সঙ্গে সমগ্র উত্তর ভারত এবং উত্তর পূর্ব ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষাকারী অন্যতম পরিবহণ সড়ক হিসাবে স্বীকৃত। বর্তমানে এই পথ শিল্পাঞ্চলের দুর্গাপুর, অন্ডাল, রাণীগঞ্জ, আসানসোল হয়ে নিয়ামতপুর থেকে কুলটি, বরাকর গেছে। তারপর ওখান থেকে ধানবাদ হয়ে 'সাসারাম' দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

''গ্রান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড'' —নামেই প্রমাণ করছে এটি এক ''বৃহত্তম যোগাযোগকারী রাজপথ''। এই রাস্তাকে সংক্ষেপে আমরা 'জি. টি. রোড বলে থাকি। বলাইবাহুল্য নামটি দেওয়া হয়েছে ব্রিটিশ সরকারের আমলেই।

পূর্বে এর নাম ছিল 'বাদশাহী সড়ক'। আবার অনেকে একে 'শেরশাহ রোড'ও বলে থাকেন। ইতিহাসে দৃষ্টান্ত অনুসারে বলা চলে, শেরশাহ কলকাতা থেকে উত্তর ভারতের গমনাগমনের সুবিধার জন্য এই বিশাল 'বাদশাহী সড়ক'টি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু আমরা একটু পিছনের দিকে তাকালেই হয়তো বলতে পারবো, এ তথ্যটি সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ যখন কলকাতার জন্ম হয়নি, এমনকি শেরশাহও ইতিহাসের পাদ-প্রদীপে আসেননি, তখন সাগর তীববর্তী নদী বন্দরগুলি ছিল ব্যবসা - বাণিজ্যের প্রধান ঘাঁটি। 'গঙ্গে বন্দর' 'তাম্রলিপ্ত বন্দর' ও 'সপ্তগ্রাম বন্দর' ছিল প্রধানতম বন্দর। এসব বন্দর ছাড়াও ছিল 'গঙ্গাসাগর তীর্থক্ষেত্র'। বহু প্রাচীনকাল থেকে উত্তর ভারতের মানুষের ব্যবসায় বাণিজ্যে এবং তীর্থভ্রমণে যাতায়াতের জন্য একটি প্রধান পথ ছিল। এই পথ অবশ্যই বিভিন্ন বন্দরের পতন ও উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিতও হয়েছিল। মূলত ঐ পথটি ছিল আন্তঃ প্রাদেশিক রাজপথ। ঐ পথকেই সংস্কার করে, স্থানবিশেষে প্রশস্ত করে, পথের আনুষঙ্গিক বাধাবিপত্তি দূর করে এবং দরকামত পুনর্নির্মাণ করে শেরশাহ এটিকে গুরুত্বপূর্ণ বাদশাহী সড়কে উন্নীত করেন।

শেরশাহের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই এ পথের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্ট। আফগানদের দমনের সময় মোঘল বাহিনীর ছাউনি পড়ে বাদশাহী সড়কের পাশে পাশে। তাই এই অঞ্চলের উপর দিয়েই আফগান ও মোঘল বাহিনীর যাতায়াত অকল্পনীয় নয়।

কলকাতার সঙ্গে জি.টি. রোডের মাধ্যমে এ অঞ্চলের যোগাযোগ হয় ব্রিটিশ আমলেই। 'বাদশাহী সড়ক' থাকাকালীন এর সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ ছিল একটু অন্যরকম। কারণ পথটি বিহার হতে এসে বর্ধমান পান্ডুয়া, আদিসপ্তগ্রাম, ব্যান্ডেল, চন্দননগর হয়ে চাঁদপানীর কাছে : 'পলতা ঘাট' পর্যন্ত গিয়ে থেমে যায়। ওদিকে অন্য একটি পথ ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীর দিয়ে কলকাতা থেকে বারাকপুর পর্যন্ত আসে। কলকাতা তখন ছিল ব্রিটিশদের রাজধানী। ঐ রাস্তাটি মূলত ছিল সৈন্য চলাচলের জন্যই। বর্তমান 'ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড' বরাবর এসে, একটু উত্তরে গিয়ে পলতা শহরে ঢুকে পড়ে, তারপর 'পলতা ঘাট' পর্যন্ত আসে। পলতা ও চাঁপদানীর মধ্যে কোন ব্রীজ ছিল না। নৌকার যোগাযোগ দিয়ে দুটি পথকে সংযুক্ত করা হয়েছিল। 'পলতা ঘাট' থেকে বর্ধমান যাবার যে রাস্তাটি তখন ছিল, সেটিই হল পুরনো 'গ্রান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড' —এই পথ ধরে ব্রিটিশ সরকার 'বেঙ্গল আর্মির' অর্ধেক সৈন্য পাটনায় পাঠায়। বাকি অর্ধেক থাকে চাঁপদানীতে। সৈন্য চলাচলের জন্য জি.টি. রোডকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৭৬৩ সালে ২১শে মার্চ, কলকাতার কাউন্সিলের মাধ্যমে। ১৮৩৩ সাল থেকে ব্রিটিশ সরকার নতুন 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের নির্মাণকাজ শুরু করে। গঙ্গা পারাপারের বাধা সরিয়ে দিতে 'পলতা ঘাট' থেকে 'উত্তরপাড়া' (১২ মাইল, ৫.৫ ফালং) হয়ে বালি, সালকিয়া, হাওড়ার শিবপুর পর্যন্ত বর্তমান গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের নতুন অংশ তৈরী হয়েছে ব্রিটিশ আমলেই। আর নতুন জি.টি. রোড সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে বহু প্রাচীন সড়ক 'দ্বারিক জাঙ্গাল' কে গ্রাস করে। 'দ্বারিক জাঙ্গাল' একটি প্রাচীন রাস্তা, সে প্রসঙ্গ এখানে নয়। উল্লেখ থাকল মাত্র। শিল্পাঞ্চলের জনজীবন যাত্রী পরিবহনে এবং মালপত্র পরিবহনে জি.টি. রোড যে কতখানি স্থান অধিকার করে আছে তা ভাষায় বর্ননা করা সহজ নয়। এত বড় পরিণতি একটি 'সড়ক' শিল্পাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ফলে একদিকে যেমন কলকাতা ও বর্হিবাংলার সঙ্গে সর্বপ্রকার যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে, তেমন আন্তঃ অঞ্চল যোগাযোগ ক্ষেত্রটিও অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছে।

অনেক আগে কয়লা এবং অন্যান্য মালপত্র পরিবহনের জন্য জলপথ ছিল দামোদর নদ। ক্রমে দামোদর তার নাব্যতা হারালে মাল পরিবহন অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে, তখন রেলওয়ে এসে এই অসুবিধার অনেকটা সুরাহা হয়। এবং যতদিন না পর্যন্ত ট্রাক এবং বাসের বহুল প্রচলন হয়েছে, ততদিন পর্যন্ত গরুগাড়ি এবং ঘোড়া টানা গাড়ি দ্বারাই কাছাকাছির মধ্যে জি.টি. রোড ধরে মাল পরিবহন ও যাত্রী যাতায়াত করত।

কিন্তু শিল্পাঞ্চলে জি.টি. রোডের গুরুত্ব বাড়ল স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই। চিত্তরঞ্জন টাউনশিপ ও হিন্দুস্তান কেবলস্ টাউনশিপ হবার পর নিত্য নৈমিত্তিক না হলেও বহু কাজেই মানুষকে আসা - যাওয়া করতে হত, আসানসোল, কুলটি, বরাকরে তখন সংযোগকারী পথ দিয়ে জি.টি. রোডে আসতে হত। অন্যদিকে আবার দুর্গাপুর শিল্পশহর গড়ে ওঠার সময় এবং ডি. ভি. সি. - এর কাজ চলার সময় এই জি. টি. রোডের প্রয়োজন হয়েছিল বেশি। কেননা সেইসময় দুর্গাপুর ছিল পূর্বরেলের খুবই ছোট্ট একটি স্টেশন, সব ট্রেন এখানে দাঁড়াতও না। তাছাড়া অত্যাধুনিক দ্রুতগামী কোন রেল ইঞ্জিনও ছিল না, ট্রেনে আসা - যাওয়া সময় সাপেক্ষ চিল। তাই দুর্গাপুরের 'ইস্পাত প্রকল্পের' কাজ শুরু হলেই বহুবিধ কারণে জি.টি. রোডকেই অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়, 'সড়ক' পথে কলকাতা থেকে মাত্র আড়াইঘন্টা লাগত আসতে। কাজ দেখে ফিরেও যাওয়া যেত তখন কলকাতায়।

দুর্গাপুর শহর গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত জি. টি. রোডের দুপাশে ছিল ঘোর জঙ্গল। ঐ জঙ্গলে ডাকাতের ভয়ও ছিল। গাড়িঘোড়া খুবই কম চলতো, তাছাড়া সন্ধ্যার পর একা যাওয়ার সাহসও বড় একটা কারো ছিল না।

মূলত ঃ দুর্গাপুর শিল্পনগরী ও কারখানাগুলি তৈরি হবার পর থেকেই এ অঞ্চলে জি.টি. রোডের গুরুত্ব আগের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়।

এক এক করে শিল্পকারখানা স্থাপন ও নগরীর পত্তন, নিকটবর্তী গ্রামগুলির সঙ্গে যোগাযোগ, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসার, স্কুল কলেজ স্থাপন, হাট বাজারের সংখ্যা ও হাসপাতাল, হেলথ সেন্টার ও নাসিংহোম যত বাড়তে লাগল, তত একদিকে বর্ধমান ও কলকাতা অন্যদিকে আসানসোল, রাণীগঞ্জ, কুলটি, বরাকর ও মিহিজাম, চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে যোগাযোগ বেড়ে গেল। নিশ্চিন্ত গমন এবং কম খরচের জন্য এই সড়ক পথকে অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবেই গ্রহণ করা হল।

আজকে শিল্পাঞ্চলে দুর্গাপুরের মুচিপাড়া মোড় থেকে বরাকর পর্যন্ত একটানা গাড়ির মিছিল এ সত্যতা প্রমাণ করে।

কয়েকটি শিল্পকারখানা ও শিল্পনগরী জি.টি. রোড থেকে একটু দূরে অবস্থান করছে, তাছাড়া বাদবাকি বেশিরভাগই জি.টি. রোড জমজমাট, আগে হেভিমোড়, ১১২ মালি, ইন্দো - আমেরিকান মোড় কিছুটা ফাঁকা ফাঁকা থাকলেও এখন আর নেই।

গোপালমাঠ দুবচড়িয়া অন্ডালমোড় ও কাজোড়া পর্যন্ত বেশ জমজমাট। তারপর কিছুটা জনকোলাহল কম হলেও রাণীগঞ্জ -এ জি.টি. রোড আবার মুখরিত। রাণীগঞ্জ মোড়, পাঞ্জাবী মোড়, চাঁদামোড় ইত্যাদি অঞ্চলে রাস্তার দুপাশে বিশাল বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এখানকার জি.টি. রোড সদা ব্যস্ত। মানুষজন, দোকান হাট, গাড়ি - বাড়ির মেলা। এরপর কালীপাহাড়ী অঞ্চল কিছুটা ফাঁকা ফাঁকা যাবার পরই, 'ছাতাপাথর' অঞ্চল থেকেই শুরু হয় আসানসোল বাণিজ্য স্থান। আগে আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটির পূর্বসীমা ছিল ছাতাপাথর রেলক্রশিং পর্যন্ত। বর্তমানে, সীমানা বেড়েছে এবং এখন রেলক্রশিং - এর সেই অসুবিধা আর নেই। ফ্লাইওভার তৈরি করে জি.টি. রোডকে অনেক প্রশস্ত এবং বাধামুক্ত করা হয়েছে। এখান থেকে টানা কুমারপুর, গোপালপুর পর্যন্ত জমজমাট আসানসোল শহরাঞ্চল। দুপাশে আধুনিক জীবনযাত্রার সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজ একাধিক মার্কেট, সুপার মার্কেট, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, হাসপাতাল, নাসিংহোম, সিনেমাহল, সর্বোপরি বিশাল এলাকা জুড়ে 'বাসস্ট্যান্ড'।

আসানসোলের মূল ব্যবসায়িক কেন্দ্র এই জি. টি. রোডকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

অনেক আগে থেকেই আসানসোল যখন ছিল কেবলমাত্র একটি গ্রামের নাম, তখন থেকেই এ অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষ (হিন্দু, মুসলিম ও খৃষ্টানগণ)— বুঝেছিলেন এই অঞ্চলই ভবিষ্যতে আসানসোলের কেন্দ্র বিন্দু হবে। তাই দেখা যায় এই তিন সম্প্রদায়ের দোকানপাট, শিক্ষায়তন ও উপাসনা মন্দির ও দেবালয়গুলি সাধারণত জি.টি. রোডের পাশে পাশেই স্থাপিত হয়েছে। গোপালপুরের পর থেকে কিছু ফাঁকা মাঠ ও প্রান্তর পেরিয়ে আবার সীতারামপুরের কাছাকাছি জি.টি. রোডে জনসমাগম দেখা যায়। লছিপুর, সীতারামপুর কাটিয়ে নিয়াতপুরে ঢোকার মুখে আবার জি.টি. রোড মুখরিত।

নিয়ামত পুর মোড় ছাড়িয়ে জি.টি. রোড চলে গেছে কুলটি হয়ে সোজা বহু পুরনো এবং জনকোলাহল মুখরিত বরাকরে। বরাকর বাজার ও বরাকর বাসস্ট্যান্ড আসানসোলের মতই গুরুত্বপূর্ণ।

নিয়ামতপুর থেকে এই রাস্তা বেরিয়ে গেছে, সালানপুর, দেন্দুয়া, জেমারি, রূপনারায়ণপুর হয়ে সোজা চিত্তরঞ্জন টাউনশিপের মধ্যে দিয়ে মিহিজামে। এইটি রূপনারায়ণপুর রোড।

অনেক আগে চিত্তরঞ্জন রেল কারকানা ও কেবলস্ কারখানার লোকদের জন্য প্রাচীন একটি রাস্তা ছিল নিয়ামতপুর আসার। বর্তমানে সেটি পরিত্যক্ত হয়েছে এবং নতুন পথ 'রূপনারায়ণপুর রোড' চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে জি .টি. রোডের সংযোগকারী রাস্তা হিসাবে গুরুত্ব পেয়েছে।

হাজার গাড়ীর মেলা, লক্ষ লক্ষ যাত্রী, শত শত ট্রাক অনবরত চলেছে জি . টি. রোড ধরে এই শিল্পাঞ্চলের বুকের উপর দিয়ে। এখন আর জি.টি. রোডের পাশে সেই সব ভয়ঙ্কর বন জঙ্গল নেই, তবে কোথাও কোথাও ঝোপঝাড় আছে। আছে সংরক্ষিত বনাঞ্চল। বসন্তে গাছের মাথায় মাথায়া আগুন ছড়ায় পলাশ, কৃষ্ণচূড়া। আর আছে দুপাশে বাড়িঘর, বাজার দোকান আর মানুষ। শুধু মানুষ আর মানুষ। এখন আর জি.টি. রোড, সেই মধ্যযুগের পড়ে থাকা পথ নয়, এখন সে 'জাতিয় সড়ক নং-২।

ছিন্নমূলের স্থায়ী বাসস্থান শিল্পাঞ্চল - গ্রন্থ থেকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত।